শয়তান

পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে শয়তান সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল-বাকারাহ্

১) শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা হলো।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ৩৬

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَ قُلْنَا

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ

مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলিত করলো , তৎপর তারা যেখানে ছিলো তথা হতে তাদেরকে বহির্গত করলো; এবং আমি বললাম- তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকালের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে।

২) কুফরী কত যে নিকৃষ্ট , যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রি করেছে,যদি তারা জানতো!

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ১০২

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ
سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ
مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا
يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ
فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ
بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا
يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ ؕ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো , তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফরী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিলো। তারা লোকদের যাদুবিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত তারা না বলতো যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না ; অনন্তর যদি স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সঙঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তদ্বারা কারো অনিষ্ট সাধন করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং

তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে,অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই এবং তদ্বিনিময়ে তারা যে আত্ম বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা জানতো!

৩)তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ১৬৮

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

হে মানবগণ! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ-পবিত্র তা হতে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৪) হে মুমীনগণ! নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা বাকারাহ্, আয়াতঃ ২০৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য শত্রু।

৫)শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। এবং আল্লাহ প্রাচূর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ২৬৮

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ

مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল বিষয়ের আদেশ করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অঙ্গীকার করেন আর আল্লাহ হচ্ছেন অসীম করুণাময়, সর্বজ্ঞ।

৬) আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম বলেছেন। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারা দোজখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ

مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ

عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

যারা সুদ ভক্ষণ করে, তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দণ্ডায়মান হবে না; এর কারণ এই যে তারা বলেঃ ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের অনুরূপ। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে

সে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং যা অতীত হয়েছে, তার কৃতকার্য আল্লাহর প্রতি নির্ভর; এবং যারা পুণঃগ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

৭) ইমরান পত্নী আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান এর কাছ থেকে মারইয়াম ও তার সন্তানগণকে রক্ষা করার জন্য সমর্পন করলেন।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
وَضَعَتْ ؕ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْۤ
اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۶﴾

অনন্তর যখন তিনি তা প্রসব করলেন তখন বললেন হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি এবং তিনি যা প্রসব করেছেন তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত আছেন এবং (ঐ কাঙ্ক্ষিত) পুত্র এ কন্যার সমকক্ষ নয়; আর আমি কন্যার নাম রাখলাম 'মারইয়াম' এবং আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম।

৮) (ওহুদের যুদ্ধের সময়) সেদিন যারা পশ্চাদবর্তিত হয়েছিলো তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন ও সহনশীল।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৫৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ
الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তিত হয়েছিলো, তারা যা অর্জন করেছিলো,তার কোন কোন বিষয় হতে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছিলো এবং অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

৯) এই হচ্ছে সেই শয়তান যে তার অনুসারীদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। কিন্তু মু'মিন বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে ।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৭৫

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

নিশ্চয়ই এই হচ্ছে সেই শয়তান যে তার অনুসারীগণকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

১০) যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ!

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৩৮

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

এবং যারা লোকদেরকে দেখাবার জন্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর যাদের সহচর শয়তান, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।

১১) মুনাফিকরা দেখায় যে, আল্লাহর রাসুলের পূর্বে এবং তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে কিন্তু তারা নিজেদের মোকদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ৬০

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن
يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিলো তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে , অথচ তার নিজেদের মোকদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিলো, যেনো তাকে অবিশ্বাস করে এবং শয়তান ইচ্ছা করে যে তাদেরকে সত্যের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আমাদের সদা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত যেন আমরা কখনো শয়তানের প্ররোচনায় না পরি। আমরা সব সময় যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শিত পথে চালিত হতে পারি এবং ঈমান ও আ'মলের সাথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে পারি এ কামনা করি।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....